প্রসঙ্গ ইউথ্যানাসিয়া বা স্বেচ্ছামৃত্যু

চন্দনা ভট্টাচ্যর্য

বর্তমানে বহু আলোচিত ইউথ্যানাসিয়া শব্দটি দুটি গ্রীক শব্দ eu এবং thanatos-এর সমন্বয়। শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ good death অর্থাৎ শান্তিপূর্ণ মৃত্যু। মৃত্যু মাএই শান্তিপূর্ণ, জীবনযন্ত্রনার অবসান। ভারতীয় দর্শণে মৃত্যুকে বিদেহ-মুক্তি অর্থাৎ এক ধরণের মোক্ষ বা দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি বলা হয়েছে। সুতরাং ইউথ্যানাসিয়া শব্দটির তাৎপর্য খুঁজতে হলে এর আক্ষরিক অর্থকে অতিক্রম করতে হবে। এর বাংলা প্রতিশব্দগুলির বিভিন্নতা (কখনও কৃপাহত্যা কখনও সৌজন্যহত্যা ইত্যাদি) ইউথ্যানাসিয়ার প্রতি মানুষের মনোভাবের বৈচিত্র্যই সূচিত করে। ইংরাজিতেও ইউথ্যানাসিয়া কখনও meroy killing কখনও assisted suicide কখনও allowing someone to die ইত্যাদি নানা অর্থ বহন করে। এই শব্দবৈচিত্র্যের জন্যই ইউথ্যানাসিয়া অনেকাংশে তার মূল অর্থ থেকে সরে এসেছে।

ইউথ্যানাসিয়া শব্দটির বস্তুমাত্রিক তাৎপর্য অনুধাবন করতে হলে কোন অবস্থায় মৃত্যু, মৃত্যুর পরিণাম, মুমূষু ব্যক্তির প্রতি চিকিৎসক ও আত্মীয়পরিজনের মনোভাব, মুমূষু ব্যক্তির শারীরিক ও মানসিক অবস্থা ইত্যাদির বিশ্লেষণধর্মী আলোচনা দরকার। যখন ইউথ্যানাসিয়া একটি মৃত্যু, তখন কোন অবস্থায় এই মৃত্যু মুমূষু ব্যক্তির পক্ষে কল্যাণকর তার শারীরিক ও মানসিক যন্ত্রণা অসহনীয়।

যে আত্মসচেতনতা ও আত্মমর্যদাবোধ ব্যক্তিত্বের লক্ষণ নির্দেশ করে, তাকে অক্ষুন্ন রাখার মত শারীরিক ও মানসিক অবস্থা তার নেই। সে জীবনধারণের অতি প্রয়োজনীয় ক্রিয়াকলাপে অক্ষম শুধুই এক জড়বৎ অস্তিত্ব। এরকম ব্যক্তির কাছে মৃত্যুই একমাত্র কাম্য - নানা পন্থাঃ বিদ্যতে অয়নায়। কারণ মানুষের জীবনের স্বতঃমূল্য থাকলেও শুধু বেঁচে থাকা তার কাম্য হতে পারে না। সে ভালোভাবে বাঁচতে চায়, মর্যাদার সঙ্গে বাঁচতে চায়, মর্যাদার সঙ্গে বাঁচতে চায। বিখ্যাত রোমান স্টইক দার্শনিক সেনেকা বলেছেন - Living is not the good, but living well. The wise man, therefore, lives as long as he should, not as long as he can. He will think of life in terms of quality, not quantity.”

ইউথ্যানাসিয়ার ক্ষেত্রে ব্যক্তিটি শারীরিকভাবে এতই অক্ষম যে সে নিজের মৃত্যু ঘটাতে পারে না। তার একজন সহায়কের ভূমিকা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রোগীর চিকিৎসক পালন করেন।

ইউথ্যানাসিয়ার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

প্রাচীন গ্রীক ও রোমান সমাজে পিতা-মাতার সম্মতিক্রমে নবজাত দুর্বল শিশুকে হত্যা করার রথা ছিল। প্লেটোর Politics গ্রন্থে তাঁদের আদর্শ রাষ্ট্র কল্পনায় এইরূপ হত্যার সুপারিশ ছিল।রোমের stoic সম্প্রদায়ভুক্ত দার্শনিকগণও মূল্যহীন জীবনের অবসানের পক্ষপাতী ছিলেন। যুদ্ধ ক্ষেত্রে আহত সৈনিকদের এই কারণেই হত্যা করা হত।এই প্রথার ধারাবাহিকতা এখনও কোনো কোনো ক্ষেত্রে বজায় আছে।
ইউথ্যানাসিয়ার বিদ্ধে ধর্মীয় ও নৈতিক প্রতিবন্ধকতা

ইহুদী ও খ্রীষ্টধর্মের প্রভাবে ইউথ্যানাসিয়ার ব্যাপারটি অনৈতিক ও অনুচিত বলে বিবেচিত হয়। মানবজীবন ঈশ্বরের পবিত্র দান। একমাত্র ঈশ্বরই মানবজীবনের নিয়ামক। সুতরাং ঈশ্বরের ইচ্ছাতেই জীবন,
ঈশ্বরের ইচ্ছাতেই মরণ। ইউথ্যানাসিয়ার মতো ব্যতিক্রমী ঘটনা সুশৃঙ্খল ধর্মীয় জীবনের পরিপন্থী। ধর্ম ও নীতির অযুতসিদ্ধ সম্পর্ক মানুষের চিন্তাধারাকে প্রভাবিত করে।

ভারতীয় ধর্মীয় চিন্তাধারায় কর্মবাদ ও জন্মান্তর বাদের ধারণা দুটি ওতঃ প্রোতভাবে জড়িত। এই প্রকার চিন্তাধারা একপ্রকার নিয়ন্ত্রণবাদকে সমর্থন করে। মানুষ তার অদৃষ্ট অনুযায়ী কর্মফলভোগের জন্য তার জন্ম ও জন্মান্তর। ভারতীয় দার্শনিক ও ধর্মীয় চিন্তাধারায় মৃত্যুও দেহের বিনাশ হয় না। নিষ্কাম কর্মের দ্বারা মোক্ষ লাভের পর মানুষের আর জন্ম হয় না। পরমাত্মার সঙ্গে মিলনে সে পায় অনাবিল শান্তি ও স্বর্গীয় সুখ। জীবনের তুচ্ছ ব্যক্তিগত সুখদুঃখের সীমা অতিক্রম করে সে

জীবনাতিশায়ী মহাসুখ অনুভব করে। গল্পে সুখমস্তি - ভূমৈব সুখম্। এই ভূমার সঙ্গে মৃত্যু পরবর্তী স্তরের সমন্বয় ঘটায় মৃত্যু তার ভয়াবহতা নিয়ে ধর্মপ্রণ মানুষকে বিচলিত করে না। এই ধরনের চিন্তাধারাকে মার্কসবাদেরা যতই নিন্দা কন না কেন, মৃত্যুকে স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করার যে মানসিকতার উদ্ভব হয়, ইহজীবনের দুঃখকষ্টকে সহ্য করার সাহস জোগায়। মানুষ যদি জানে মৃত্যুই অস্তিত্বের পরিসমাপ্তি নয়, বরং তা একধরনের জীবনে জীবন যোগ করা, তবে সে শান্তভাবেই ম্যুকে গ্রহণ করে। এইজন্য ভারতবর্ষে মহৎ ( ) উদ্দেশ্যে জীবন বলিদানের যত ঘটনা ঘটেছে, ইউথ্যানাসিয়ার ঘটনা তুলনামূলকভাবে কম। কিন্তু ধর্নীয় আনুষাঙ্গ থেকে বিচ্ছিন্ন করেই ইউথ্যানাসিয়ার ধারণাটির তাস্তবভিত্তিক বিশ্লেষণ সম্ভব।

ইউথ্যানাসিয়ার প্রকারভেদ

ব্যক্তির ইচ্ছার উপস্থিতি অনুসারে ইউথ্যানাসিয়া প্রধানতঃ দুই প্রকার - ঐচ্ছিক ও অনৈচ্ছিক। রোগী যখন দুরারোগ্য ব্যধি থেকে মুক্তির
সব আশা ত্যাগ করেছেন, সর্বতোভাবে পরনির্ভরশীল হয়ে বেচেঁ থাকার দুঃসহ গ্লানিতে কাতর, শারীরিক ও মানসিক দিক থেকে সম্পর্ণ বিপর্যস্ত,. অথচ চেতনা হার ান নি, তখন মৃত্যুকে ত্বরান্তিত করার ইচ্ছা প্রকাশ করতে পারেন। কিন্তু তিনি নিজে এই ইচ্ছাকে বাস্তবায়িত করার মত শারীরিকভাবে সক্ষম নন। এক্ষেত্রে তাঁর সহ ায়কের প্রয়োজন। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে চিকিৎসকই এই সহায়কের ভূমিকা নেন। তবে অতি প্রিয়জনের দ্বারাও এই কাজটি হতে পারে। তবে যিনিই সহায়কের ভূমিকা পালন কন না কেন, ঐচ্ছিক কৃপাহত্যার পূর্বশর্ত হল রোগীর সচেতন সম্মতি।

অনৈচ্ছিক ইউথ্যানাসিয়া ক্ষেত্রে ব্যক্তি নিজে সিদ্ধান্ত নিতে অক্ষম। দেহ ও মনের দিক থেকে সে নিষ্ক্রিয় জড়পিন্ডবৎ। জীবন ও মৃত্যুর পার্থক্য উপলব্ধি করতে পারে না। যেমন মারাত্মক দুঘটনায় আহত ব্যক্তি যার জীবনীশক্তি প্রায় নিঃশেষিত, কোমায় আচ্ছন্ন, কৃত্রিমভাবে যাকে বাঁচিয়ে রাখা হয়েছে, বার্ধক্যজনিত কারণে বে াধশক্তিহীন, শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধী শিশু। জন্মগত দুরারোগ্য ব্যধিগ্রস্ত বা ঐ ধরনের কালান্তক ব্যাধিতে আক্রান্ত শিশু, এরা নিজেদের মৃত্যু সম্বন্ধে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। ইচ্ছা বা অনিচ্ছা কোনটিই প্রকাশ করতে পারে না। এরা শুধু বেঁচে আছে, কিন্তু এদের কোনো জীবন নেই (Peter Singer, Practical Ethics, Press Syndicate of Cambridge, U.S.A., 1979, 1985ed. P. 192)। এদের প্রতি কৃপাবশতঃ চিকিৎসক বা সহায়ক ইউথ্যানাসিয়ার সাহায্য নিতে পারেন। এরূপ হত্যায় যেহেতু রোগীর স্বার্থ সিদ্ধ হচ্ছে, সহায়ককের নয়, অতএব এরূপ ঘটনা ইউথ্যানাসিয় ার পর্যায়ে পড়ে।

ঐচ্ছিক ও অনৈচ্ছিক ইউথ্যানাসিয়ায় চিকিৎসকের ভূমিকার উল্লেখযোগ্য পার্থক্য ঘটে। প্রথম ক্ষেত্রে চিকিৎসক রোগীর মৃত্যু ঘটানোর জন্য সক্রিয়ভাবে কিছু করেন। তিনি রোগীকে ঘুমের ওষুধ দিতে পারেন, প্রাণঘাতী ইন্‌জেকশন দিতে পারেন বা এমন কিছু করতে পারেন যাতে অবিলম্বে রোগীর মৃত্যু ঘটে। অনৈচ্ছিক ইউথ্যানাসিয়ায় অত্যাবশকীয় চিকিৎসা ব্যবস্থা বন্ধ করে দেন। যেমন কৃত্রিমশ্বাসযন্ত্র যা খুলে নিতে পারেন, ডায়ালিসিস বন্ধ করে দিতে পারেন। জীবনদায়ী ওষধ বন্ধ করে সাধারণ চিকিৎসা চালিয়ে যেতে পারেন। কিন্তু চিকিৎসকের এরূপ সদর্থক ও নঞর্থক ভূমিকা সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয়
ইউথ্যানাসিয়ার নির্ণায়ক হতে পারে না। কারণ চিকিৎসকের সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় ভূমিকা ঐচ্ছিক ও অনৈচ্ছিক উভয়প্রকার ইউথ্যানাসিয়ার প্রকারভেদ স্বীকার কনাই যুক্তিযুক্ত।

সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় ইউথ্যানাসিয়ার পক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তি

ইউথ্যানাসিয়ার সমর্থনে ও বিদ্ধে যুক্তিগুলি ব্যক্তিকেন্দ্রিক ঐচ্ছিক ও অনৈচ্ছিক ইউথ্যানাসিয়াকেন্দ্রিক নয়, সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় ইউথ্যানাসিয়া-কেন্দ্রিক। কারণ যার মৃত্যু ঘটছি, তার কণ অবস্থা তাকে বিচারের অন্তর্ভূক্ত করতে পারে না। কন্তু মৃত্যু-সহায়ক একজন সুস্থ বিচারবুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তি, তাঁর আচরণ অবশ্যই নৈতিক বিচ ারের বিষয়বস্তু। চিকিৎসাবিদ্যার নৈতিকতা কখনোই ইউথ্যানাসিয়াকে সমর্থন করে না। হিপোক্রেটিসের নৈতিক অনুশাসনবাক্যটি আজও চিকিৎসকদের কাছে অবশ্য পালনীয় মনে হয় - কেউ কামনা করলেও তাকে প্রাণঘাতী ঔষধ দেওয়া বা ঐ জাতীয় ঔষধ প্রয়োগ করার জন্য কোনো ব্যক্তিকে পরামর্শ দেওয়া উচিত নয়। ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দ American Medical Association যে বিবৃতি দেন, তাও অনুরূপ বক্তব্যের সমর্থক - The international termination of the life of one human being by another – mercy killing – is contrary to that for which the medical profession stands. (Quotation taken from Applied Ethics, Peter Singer ibid., p. 29) Janes Rachels তাঁর Moral problems – a collection of philosophical esays গ্রন্থে সক্রিয় ইউথ্যানাসিয়ার সপক্ষে বিশদ আলোচনা করেছেন। এইআলোচনার মূল বক্তব্য এই যে সক্রিয় ইউথ্যানাসিয়া নিষ্ক্রি য় ইউথ্যানাসিয়ার তুলনায় বেশি মানবিক ও ইউথ্যানাসিয়ার মূল উদ্দেশ্য সিদ্ধ করে। মেরে ফেলা এবং মরতে দেওয়ার মধ্যে ইউথ্যানাসিয়ার ক্ষেত্রে কোনো মৌলিক পার্থক্য নেই। বরং রোগীর যন্ত্রণাভোগের সময়সীমা কমিয়ে দিয়ে সক্রিয় ইউথ্যানাসিয়া রোগী ও তার প্রিয়জনদের দুঃখের ভার লাঘব করে। যা অনিবার্য এবং রোগীর অভিপ্রেত সেখানে অনর্থক কালবিলম্ব করলে অযথা আর্থিক ও মানবিক ক্ষতির সম্ভাবনা। তাছাড়া নিষ্ক্রিয়ভাবে রোগীকে মরতে দেওয়ার মধ্যে কোনো বাহাদুরী নেই। বরং প্রয়োজনীয় চিকিৎসা বন্ধ করে দিলে রোগীর রোগযন্ত্রণা দীর্ঘায়িত ও যন্ত্রণাদায়ক হবে। শুধুমাত্র রোগীর মৃত্যুর নৈতিক দায় এড়ানোর জন্য নিষ্ক্রি য় ইউথ্যানাসিয়ার পথ অবলম্বন করা একধরণের ভন্ড ামি। Rachels এর মতে Acts of omission are as much morally significant as the acts of commission. চিকিৎসকের তথাকথিত নিষ্ক্রি য়তা আসলে একধরনের ধূর্ত সক্রিয়তা, যা সুস্পষ্ট সক্রিয়তার স্বচ্ছ সাহসিকতাকে আবৃত করার অপচেষ্টা। ইউরোপ ও আমেরিকায় ইউথ্যানাসিয়ার সপক্ষে জনমত সমীক্ষায় দেখা গেছে যে বেশিরভাগ লোক সক্রিয় ইউথ্যানাসিয়ার পক্ষে মত দিয়েছেন। আমেরিকার মিশিগান রাজ্যে ইউথ্যানা সিয়া আইনবিদ্ধ হলেও ওরিগন রাজ্যে আইনসিদ্ধ। ইউরোপের হল্যান্ডে ১৯৮০ সালে সক্রিয় ও নিষ্ক্রি য় ইউথ্যানাসিয়া আইনসিদ্ধ হয়েছে। ভারতে প্রয়াত সাংসদ মিনু মাসানি ইউথ্যানাসিয়াকে সমর্থন করে একটি সংস্থা তৈরি করে তার নাম দিয়েছিলেন Society for the right to die with dignity. তিনি ইউথ্যানাসিয়াকে আইনসিদ্ধ করার জন্য একটি প্রাইভেট বিলও এনেছিলেন, যদিও বিলটি অনুমোদিত হয়নি। সাম্প্রতিককালে রাজনৈতিক টানা-পোড়েনের মদ্যেও ইউথ্যানাসিয়ার সপক্ষে পার্লামেন্টে একটি প্রস্তাব এসেছিল। সুতরাং ইউথ্যানাসিয়া শুধুমাত্র একটি concept নয় - একটি জগৎব্যাপী আন্দোলনেরও ন াম।

এই আন্দোলনের পূর্বশর্ত হল ধর্মীয় কুসংস্কারমুক্ত বাস্তববাদী চিন্তাধারা। কিন্তু ভারতবর্ষের মত দেশে এর প্রয়োগ আইনসিদ্ধ করার আগে আমাদের ধর্মীয়, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পটভূমির সতর্ক বিশ্লেষণ প্রয়োজন। আগ্রসী দারিদ্র ও অশিক্ষা সেখানে আইনের ছদ্মবেশে সহজেই হত্যাকারীরূপে দেখা দিতে পারে । মর ার পরে চক্ষুদানকে আইনসিদ্ধ করতেই যখন এত দ্বিখাগ্রস্ততা, তখন ইউথ্যানাসিয়ার অপপ্রয়োগের সম্ভাবনাকে বাতিল করা যায় না। বিশেষ করে রোগী যেখানে সচেতনভাবে ইচ্ছাকে প্রকাশ করতে পারে না, তখন লোভী পরিজন নিজেদের ইচ্ছাকে আরোপ করবে না তার নিশ্চয়তা নেই। এই আহার্য জ্ঞানের উপর নির্ভর করে চিকিৎসকের বা অন্য কোনো সহায়কের পক্ষে সিদ্ধান্ত কতটা যুক্তিযুক্ত যবে ভাবা দরকার। তবুও আমরা ভাবব, প্রতিকূলতা থাকলেও, না থাকলেও। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির

উন্নতির সঙ্গে চিকিৎসাবিজ্ঞানেও বৈপ্লবিক পরিবর্তন এসেছে। মানুষের আয়ু দীর্ঘতর হয়েছে, কিন্তু সেই আয়ু কি আনন্দ - উজ্জ্বল যেখানে জীবনযাপন এক যন্ত্রণা, সেখানে মহামরণের স্মরণ নিতে আপত্তি কোথায়।

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com